আদি-লীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥ ১
জয়জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়।
জয়জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥ ২
জয়জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সভার চরণ॥ ৩
মূক কবিত্ব করে যা-সভার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তং ভগবন্তং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং চৈতন্যদেবং বন্দে নমামি। কীদৃশং? যদ্ যস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া ঈষৎকৃপয়া অয়ং মাদৃশো জড়োঽপি চলচ্ছক্তি-হীনোপি লেখরঙ্গে লেখনরূপরঙ্গস্থলে চিত্রং যথা স্যাৎ তথা প্রসভং নৃত্যতে। মূর্খোঽপি সন্ তল্লীলাবৈচিত্রীং বর্ণয়তীত্যর্থঃ। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের অপার করুণার কথা বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার ভজনীয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগ্রন্থপ্রণয়ন-বিষয়ে বৈষ্ণবাদেশাদি বর্ণন করা হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। জড়ঃ (জড়—চলচ্ছক্তিহীন) অপি (ও) অয়ং (এই ব্যক্তি—গ্রন্থকার) যদিচ্ছয়া (যাঁহার ইচ্ছায়) লেখরঙ্গে (লিখনরূপ রঙ্গস্থলে) প্রসভং (সহসা) চিত্রং (বিচিত্ররূপে) নৃত্যতে (নৃত্য করিতেছে), তং (সেই) ভগবন্তং (ভগবান্) চৈতন্যদেবং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় জড় (চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিও লেখনরূপ রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছেন, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপা বর্ণনা করিতেছেন; তিনি অত্যন্ত কৃপালু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন (ভগবান্ বলিয়া); নচেৎ আমার ন্যায় (গ্রন্থকারের ন্যায়) মূর্খ ব্যক্তিও কিরূপে তাঁহার বিচিত্র-লীলা বর্ণনা করিতে পারিতেছে? সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তিকে রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্র-নর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করাইতে হইলে যেমন অলৌকিকী শক্তির প্রয়োজন, আমার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তিদ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা বর্ণন করাইতে হইলেও তদ্রূপ অদ্ভুত শক্তির প্রয়োজন; শ্রীচৈতন্য-দেব কৃপা করিয়া সেই শক্তির প্রভাবেই আমাদ্বারা তাঁহার লীলা বর্ণন করাইতেছেন।

১-৩। এই তিন পয়ারে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করিতেছেন।

৪। পঞ্চতত্ত্বের স্মরণের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন।

মূক—বোবা; যে কথা বলিতে পারে না। **কবিত্ব**—রসালঙ্কারময় বাক্যাদি-রচনার বা রচনা করিয়া মুখে ব্যক্ত করার শক্তি। **পঙ্গু**—খোঁড়া। **গিরি লঙ্ঘে**—পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। **অন্ধ**—দৃষ্টিশক্তিহীন।

পঞ্চতত্ত্বের স্মরণের এমনি অদ্ভুত প্রভাব—এমনই অলৌকিকী শক্তি যে—তাঁহাদের স্মরণ করিলে বোবা ব্যক্তিও মুখে মুখে কবিত্বময় বাক্য রচনা করিতে পারে; যে মোটে হাঁটিতে পারে না, সেও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে

এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা-সভার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৫
এ সব না মানে যেবা—করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে—নাহি তার গতি ॥ ৬
পূর্ব্বে-যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৭
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি ॥৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তাহার হাটিবার শক্তি হয়), আর যে অন্ধ, সেও আকাশে নক্ষত্র সকল দেখিতে পায়। পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় অঘটন ঘটিতে পারে—বোবা কথা বলিতে পারে, অন্ধ দেখিতে পারে, খোঁড়া হাটিতে পারে।

৫। **এসব**—পঞ্চতত্ত্ব; অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের ঈশ্বরত্ব। পঞ্চতত্ত্বের বা ভগবৎকৃপার অলৌকিকী শক্তি।

ভেক-কোলাহল—ভেকের কোলাহলের তুল্য ব্যর্থ এবং বিপজ্জনক। ভেক যে কোলাহল করে, তাহাতে ভেকের কোনও লাভতো হয়ই না, বরং সেই কোলাহল শুনিয়া সাপ আসে এবং ভেককে সংহার করে। তদ্রূপ যাঁহারা পঞ্চতত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অলৌকিকী শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস বা গ্রন্থাদির অধ্যয়ন সমস্তই নিরর্থক; তাহাতে তাঁহাদের কোনও লাভ তো হয়ই না, বরং পাণ্ডিত্যাভিমান ও অধ্যয়নাভিমানবশতঃ তাঁহারা ভগবৎ-চরণে এমন কোনও এক অপরাধ করিয়া বসেন, যাহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন।

৬। **এসব**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি পঞ্চতত্ত্ব। **করে কৃষ্ণভক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করে।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে পারে না, তাঁহাদের উদ্ধারও নাই। (পরবর্ত্তী ১১ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অভেদ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে না মানায় প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণকেই মানা হইল না। অথবা, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিই—শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশেষত্ব। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে মানেন না, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরাধার ভাবকান্তির বৈশিষ্ট্যকেই মানিতেছেন না; ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিরই অবমাননা বলিয়া রাধাগত-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ এই অবমাননা উপেক্ষা করিতে পারেন না; তাই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কৃপাও বিতরিত হয় না। পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে এই উক্তির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

৭-৮। **পূর্ব্বে যৈছে**—যে প্রকার পূর্ব্বে (অর্থাৎ দ্বাপর-যুগে)। **জরাসন্ধ আদি**—জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ; ইঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিতেন, বিষ্ণুকে ভগবান্ বলিয়াও মানিতেন এবং যথাবিধি বিষ্ণুর সেবাপূজাদিও করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা মানিতেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন, বিষ্ণুর সেবা-পূজাদিও করেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অনুকূল অনুষ্ঠানাদিও করেন, তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার না করেন, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাও দৈত্য বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। **দৈত্য**—অসুর। বিষ্ণুভক্তির বিপরীত স্বভাব যাহার, তাহাকে অসুর বলে। "বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবঃ আসুরস্তদ্-বিপরীতঃ।"

যে ব্যক্তি সম্রাট্‌কে মানেনা, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে যদি সম্রাটের প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করে, তথাপি যেমন তাহাকে রাজদ্রোহীই বলা হয়, কখনও রাজভক্ত বলা হয়না—তদ্রূপ, যাহারা স্বয়ং-ভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করেনা, তাহারা অন্য ভগবৎস্বরূপের সেবাপূজাদি করিলেও তাহা-দিগকে ভক্ত বলা যাইবে না—অভক্ত—অসুরস্বভাবাপন্ন লোক বলিয়াই তাহারা খ্যাত হইবে। "গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার" মত তাহাদের সেবা-পূজাদি নিরর্থক।

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥৯
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥১০
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯।১০। মোরে না মানিলে ইত্যাদি—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। তিনি বিবেচনা করিলেন—"আমি স্বয়ংভগবান্; আমাকে না মানিলে—আমাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিয়া—আমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে—আমার উপদেশ মত কাজ না করিলে—লোকের প্রভূত অকল্যাণ হইবে।"—এইরূপ বিচার করিয়াই লোকের প্রতি দয়া করিয়া প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেননা, তিনি মনে করিলেন "সন্ন্যাসী মনে করিয়াও যদি লোকে আমাকে নমস্কারাদি করে, তাহা হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, তাহারা উদ্ধার পাইবে।" এস্থলে সমস্ত লোকের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে; ১।৭।৩৩-৩৪ পয়ারোক্ত "পঢ়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, তার্কিক, নিন্দুকাদির" কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। হেন কৃপাময়—যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি বৃদ্ধা জননী, পতিপ্রাণা কিশোরী ভার্য্যা এবং মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠাদি সাংসারিক সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া কঠোরতাময় সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পরমদয়ালু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যিনি ভজন করেন না, অন্য সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বোত্তম হইলেও তিনি অসুর বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

এস্থলে একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই কয় পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই:—"যাঁহারা পঞ্চতত্ত্বকে মানিবেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করিবেন না—তাঁহারা যদি বেদধর্ম্মের পালনও করেন, অন্য দেবদেবীর ভজনও করেন, বিষ্ণুপূজাদিও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের উদ্ধার হইবেনা—তাঁহারা অসুর বলিয়াই গণ্য হইবেন।" এই উক্তি সত্য হইলে শৈব-শাক্তাদি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, যোগ-জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকদিগের, এমন কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকগণের সকলেই অসুর হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠানই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। গোস্বামিশাস্ত্রও এরূপ উক্তির অনুমোদন করেন বলিয়া মনে হয় না। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ"-আদি বাক্যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু (পূ ১।২৩) জ্ঞানমার্গের ভজনে মুক্তির সুলভতা স্বীকার করিয়াছেন। "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥" এই পয়ারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ এবং সর্ব্ববিধ ভক্তিমার্গের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন না, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাঁহাদের ভজনাদিকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন না। পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের উপাসকগণ যে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, গোস্বামি-শাস্ত্র তাহা কোথায়ও অস্বীকার করেন নাই; বস্তুতঃ পরমোদার-বৈষ্ণব-শাস্ত্র সমস্ত-সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিই যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন; কুত্রাপি তাঁহারা সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নাই। এরূপ অবস্থায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের ভজনই ব্যর্থ—এই মর্ম্মের একটী বাক্য কবিরাজ-গোস্বামীর লেখনী হইতে নিঃসৃত হওয়া সম্ভব নহে। উক্ত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিলে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এস্থলে অন্যরূপ অর্থের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে:—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় এক পয়ারার্দ্ধেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন-"এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা কৃষ্ণচন্দ্র।" শ্রীনবদ্বীপে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীবৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা-প্রাপ্তিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্যবস্তু। এই দুই ধামের সেবা-প্রাপ্তিতেই স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণ সেবা-প্রাপ্তি হয়। তাই সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভজন করিবেন না, শ্রীনবদ্বীপের সেবা-প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট বস্তুর সম্পূর্ণ লাভও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করেন—ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা প্রকাশ পাইবে তখন, যখন তিনি ভক্তকে শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন—এই উভয়-ধামের লীলায় সেবার অধিকার দিবেন; সুতরাং যিনি নবদ্বীপের লীলায় সেবা পাইবেন না, তিনি কৃষ্ণের কৃপাও পূর্ণরূপে পাইবেন না। এজন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ পয়ারে বলা হইয়াছে—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদিকে মানেন না, অথচ কৃষ্ণভক্তি করেন, "কৃষ্ণকৃপা নাহি তার"—তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না—কৃপার যতটুকু বিকাশ হইলে শ্রীনবদ্বীপের সেবাও পাওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বিকাশ হয় না; তাই "নাহি তার গতি"—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের প্রার্থনীয় গতি তিনি পান না; নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার গতি নাই; নবদ্বীপ-লীলার সেবা তিনি পাইতে পারেন না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা না পাওয়ার হেতু নাই। [নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সাধকগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভজনের ফলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইতে পারেন—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম]। তাহা হইলে বুঝা গেল—যাঁহারা সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিবেন না, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ানুরূপ কৃষ্ণকৃপা তাঁহারা পাইবেন না, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাম্য গতিও—শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন এই উভয় ধামের লীলায় সেবাপ্রাপ্তিও—তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না। আবার যাঁহারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি-অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন, স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপের ভজন না করিলেও তাঁহাদের ভজনানুরূপ অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা পাইতে পারিবেন। শ্রীহনুমান্ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক; তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজন করিতেন না; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তাবিষয়ে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজন করিতেন না বলিয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু জরাসন্ধ-আদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভগবত্তাই স্বীকার করিতেন না; তাই শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াও তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ভগবৎ-স্বরূপ; তাঁহার অবজ্ঞা করিলে ভগবৎ-স্বরূপেরই অবজ্ঞা করা হয়; তাই বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যদেবের অবজ্ঞা কদিলে (অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া না মানিলে) অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করিলেও দৈত্য বলিয়াই গণ্য হইতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে, কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়া অবজ্ঞা করিলে স্বীয় উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। যিনি যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনাই যথাবিধি করিবেন, তিনিই স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবেন—যদি তিনি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা না করেন।

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। শ্রুতি বলেন, পরতত্ত্ববস্তু এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি।" শ্রুতি আরও বলেন, তিনি রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ।" তাঁহাতে অনন্তরসবৈচিত্রী; তিনি অখিল-রসামৃত-সিন্ধু। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন রূপমাত্র। বিভিন্ন রসবৈচিত্রী যেমন সেই অখিল-রসামৃত-সিন্ধু পরতত্ত্ববস্তুতেই অবস্থিত, এই সমস্ত রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন রূপ বা বিগ্রহও সেই পরতত্ত্ববস্তুর—অখিল-রসামৃত-ঘন-বিগ্রহেরই অন্তর্ভূত; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই। নারায়ণের উপাসক-ভক্তের নিকটে (অর্থাৎ নারায়ণ যে রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ, সেই রসবৈচিত্রীর উপাসক-ভক্তের নিকটে) পরতত্ত্ববস্তুই স্বীয় বিগ্রহে নারায়ণরূপে আত্মপ্রকট করেন। একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥" লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাসুদেব-বিগ্রহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বিগ্রহেই লক্ষ্মী, দুর্গা, মহেশ, বরাহ, নৃসিংহ, বলদেবাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের রূপ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়াছেন (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে, পরতত্ত্ব-

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া । চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বস্তু একমূর্ত্তিতেই বহুমূর্ত্তি এবং বহুমূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি (বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ । শ্রীভা)। সাধকদিগের বিভিন্নভাব অনুসারে পরতত্ত্ববস্তু স্বীয় একই বিগ্রহে কাহারও নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপে, কাহারও নিকটে বিষ্ণুরূপে, কাহারও নিকটে রামরূপে, কাহারও নিকটে নৃসিংহ ইত্যাদি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন—একই বৈদূর্য্যমণি বিভিন্নদিকস্থ দর্শকদের নিকটে যেমন বিভিন্নবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। এসকল বিভিন্নরূপের মধ্যে তত্ত্বহিসাবে কোনও ভেদ নাই ; কারণ, সমস্তই একই পরতত্ত্ব-বস্তুর একই বিগ্রহের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।২।৯। ॥" অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদ মনন করিয়া যদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই অবজ্ঞা গিয়া স্পর্শ করে পরতত্ত্ব-বস্তুর বিগ্রহকেই ; কারণ, সেই বিগ্রহেই ঐ অবজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি—সেই বিগ্রহই অবজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপেরও বিগ্রহ। এই অবজ্ঞাও পরতত্ত্ব-বস্তুরই অবজ্ঞা ; পরতত্ত্ব-বস্তুর অবজ্ঞাই অসুরত্বের পরিচায়ক। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—ভগবানের একস্বরূপকে মানিয়াও যাহারা অপর এক স্বরূপের অবজ্ঞা করে, তাহারা অসুরতুল্য। কোনও ব্যক্তি যদি আমার নিকটে একসময়ে সাদা পোষাক পরিয়া, অন্য সময়ে লালপোষাক পরিয়া উপস্থিত হয়েন এবং দুইরকম পোষাকে তাঁহার একত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি যদি সাদাপোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করি, আর লাল-পোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে অন্যবেশে তাঁহাকে প্রণাম করা সত্ত্বেও থুথু-নিক্ষেপরূপ দুষ্কার্য্যের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যেহেতু, ভেদজ্ঞান আছে বলিয়া, সাদাপোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার লাল-পোষাক-পরিহিত রূপের প্রতি আমার অবজ্ঞা তো থাকিয়াই যাইবে। তদ্রূপ, বিভিন্নভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে ভেদমনন-বশতঃ যাহারা একস্বরূপের পূজা করিয়াও অপর স্বরূপের অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অপরাধী হইতেই হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তের ঐরূপ অবস্থা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবৎ-কৃপা হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকিবেন ; যেহেতু, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তের অবস্থা ভগবৎ-কৃপা ধারণের অনুকূল হইবেনা।

এইরূপও হইতে পারে যে, পরম-করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপাধিক্যের স্মরণে গ্রন্থকার এতই অভিভূত এবং আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া ফেলিলেন—"এমন করুণা যাঁহার, প্রত্যেকেরই উচিত—তাঁহার ভজন করা ; যাঁহারা এমন করুণাময়েরও ভজন করেননা, তাঁহারা আর কাহার ভজন করিবেন ? ভগবানের এমন করুণার কথাও যাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারেনা—ভগবানের অপর কোন্ গুণই বা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে ? বুঝি বা ভগবানের কোনও গুণই তাঁহার চিত্তকে টলাইতে পারিবে না—তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, ধনী হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, সংসারে সাংসারিক ব্যাপারে তিনি সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ; কিন্তু আমি বলিব—তিনি যেন ধন-মান-জ্ঞানেই মত্ত হইয়া আছেন ; ভগবৎ-করুণার অপূর্ব্ব বিকাশের কথা যদি তাঁহার চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে না পারিল, তবে তিনি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ দৈত্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন ?"

১২। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের করুণা সর্ব্বাতিশায়িনী বলিয়া তাঁহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন।

ভগবানের যতগুলি গুণ জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তাহাদের মধ্যে করুণাকেই—জীবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসূত্র ; ভগবান্ রসিক হইতে পারেন, রসস্বরূপও হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি যদি করুণা করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা না দেন, তবে তাঁহাতে জীবের কি লাভ ? পাকা বেলের প্রতি কাক যেমন চাহিয়া মাত্র থাকে, সে যেমন বেল আস্বাদন করিতে পারেনা—তদ্রূপ ভগবান্ যদি করুণাময় না হইতেন, তাহা হইলে অন্যান্য অসংখ্য গুণে গুণী হইলেও তাহাতে জীবের

যদি বা তার্কিক কহে—তর্ক সে প্রমাণ !
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও লাভ হইতনা; তাঁহার করুণাই তাঁহাকে জীবের নিকটে ধরাইয়া দেয়—জীবকে তাঁহার অনুভব পাওয়াইয়া দেয়। এই করুণার অভিব্যক্তি যে ভগবৎ-স্বরূপে যত বেশী, সেই ভগবৎ-স্বরূপই জীবের চিত্তকে তত বেশী আকৃষ্ট করিতে পারে—সেই ভগবৎ-স্বরূপের ভজনের নিমিত্তই জীব তত বেশী উৎসুক হয়। এই করুণা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অভিব্যক্ত; তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন—কুতর্ক ছাড়িয়া তোমরা গৌর-নিত্যানন্দের ভজন কর।

শ্রীকৃষ্ণের ভজন ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যনেন্দের ভজনই এই পয়ারের অভিপ্রেত নহে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও শ্রীমন্‌নিত্যানন্দপ্রভু পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন, তিনি যে গৌর-নিত্যানন্দের আদেশ—শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে-আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দেরও ভজন করিবে।

১৩-১৪। যদি কেহ বলেন—"তোমার কথাতেই গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হইব কেন? শাস্ত্রানুসারে বিচার কর; বিচারে যদি গৌর-নিত্যানন্দের ভজনই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভজন করা যাইতে পারে।" ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আচ্ছা বেশ; বিচার কর। কোন্‌ ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, কোন্‌ ভগবৎ-স্বরূপে করুণার অভিব্যক্তি সর্ব্বপেক্ষা অধিক (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে স্বরূপে কৃপার অভিব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বরূপই ভজনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপার কথা বিচার করিলে চমৎকৃত হইবে, দেখিতে পাইবে,—কৃপার এমন অভিব্যক্তি আর কোনও স্বরূপে কোনও যুগে দেখা যায় নাই।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সার্থকতা দেখাইতেছেন।

১৫। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার অপূর্ব্বতা দেখাইতেছেন—মুখ্যতঃ একটী বিষয় দ্বারা; তাহা এই। কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত সুদুর্লভ; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমকেও আপামর সাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়াছেন। ইহাই জীবের প্রতি তাঁহার কৃপার অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা। কিরূপে তিনি সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমকে সুলভ করিলেন, তাহাই ক্রমশঃ বলিতেছেন।

মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ দুই রকমের লোক আছে—যাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ নাই; আর যাঁহাদের মধ্যে তাহা আছে। যাঁহাদের মধ্যে উক্ত অপরাধ নাই, তাঁহারাও আবার দুই রকমের—নিষ্পাপ এবং দুষ্কর্ম্মরত; যাঁহারা নিষ্পাপ, যেমন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদি—তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ; অতি সহজেই তাঁহাদের চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। আর যাঁহারা পাপী,—যেমন জাগাই-মাধাই-আদি—কোনও কারণে অনুতাপ জন্মিলে, কিম্বা শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করিলে অল্পায়াসেই—এমন কি নামাভাসেই—তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইতে পারে, চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; এইরূপে অপরাধহীন লোকের পক্ষে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম অল্পায়াসেই সুলভ হইতে পারে; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া—কোনও কোনও সময়ে বা নিজেরা অত্যাচার, উৎপীড়ন বা দেশভ্রমণাদি জনিত অন্যরূপ শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও—প্রয়োজনানুসারে ইঁহাদের চিত্তে অনুতাপাদি জন্মাইয়া বা অন্য উপায়ে ইঁহাদের চিত্ত-শোধন করিয়া ইঁহাদিগকে প্রেমদান করিয়াছেন। আর যাঁহারা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপরাধী, যাহাতে তাঁহাদের অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, এবং যাহাতে তাঁহাদের চিত্তও প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তাহার অমোঘ-উপায়ও প্রভু উপদেশ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে তাঁহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়া তাঁহাদিগকেও প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন; এইরূপে কি অপরাধী, কি নিরপরাধ সকলকেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। (পরবর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৫-১৭ পয়ারে ভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে নিরপরাধ লোকের এবং ১৮—২৭ পয়ারে সাপরাধ লোকের প্রেমপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী ১।৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫-১৬ পয়ারে ভক্তির সুদুর্ল্লভতার কথা বলিতেছেন। ভক্তির সুদুর্ল্লভতা দুই রকমের:—প্রথমতঃ, এক রকমের সুদুর্ল্লভতা এই যে, অনাসঙ্গভাবে শত-সহস্র সাধনের দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না—কিছুতেই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে পাওয়া যায় না; যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সেই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥ ভ, র, সি, পূ, ১।২২॥—শত-সহস্র অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা সুচির কালেও অলভ্যা এবং সাসঙ্গ সাধনেও শ্রীহরিকর্ত্তৃক সহসা অদেয়া—হরিভক্তি এই দুই রকমে সুদুর্ল্লভা।" সাসঙ্গ-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ—নিপুণতার সহিত বিহিত হইলেই সাধনকে সাসঙ্গ বলা হয়; শ্রীহরির সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিই সেই নিপুণতা।" তাহা হইলে দেখা গেল—"এই আমি শ্রীহরির সাক্ষাতেই উপস্থিত, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত আমি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছি"—এইরূপ অনুভূতির সহিত যে ভজন, তাহাকেই বলে সাসঙ্গ ভজন; আর এইরূপ ভাব বা অনুভূতি যে ভজনে নাই, অর্থাৎ যে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে মন শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট থাকেনা, যাহাতে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি নাই—তাহাকে বলে অনাসঙ্গ সাধন; এইরূপ অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—"ভূতশুদ্ধি-ব্যতিরেকে যথাবিধি অনুষ্ঠিত জপহোমাদিও নিষ্ফল হয়।৫।৩৫॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদদেহচিন্তাই ভক্তিমার্গের সাধকদের ভূতশুদ্ধি। "ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহ-ভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মানো নিজাভীষ্টদেবতা-রূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। ভক্তিসন্দর্ভ ।২৮৬।" তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর মত এবং ভক্তিসন্দর্ভে ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামীর মতের সার মর্ম্ম এই যে—পার্ষদদেহ (স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ) চিন্তা করিয়া সেই দেহে যেন উপাস্য-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে—এইরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন, তাহাই সাসঙ্গ ভজন। এইরূপ সাসঙ্গ ভজনের প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় ক্রমশঃ যখন চিত্ত হইতে কৃষ্ণভক্তির কামনা ব্যতীত অন্য কামনা নিঃশেষে দূরীভূত হইবে, তখনই চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে, তৎপূর্ব্বে হইবে না। তাই বলা হইয়াছে, সাসঙ্গ ভজনেও "হরিভক্তি সহসা অদেয়া—বিলম্বে দেয়া—হৃদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি-কামনা দূর হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব।" আর এইরূপ সাসঙ্গত্ব যে সাধনে নাই, যে ভজনে, পার্ষদদেহে উপাস্য-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের চিন্তা নাই—তাহা অনাসঙ্গ ভজন, তাহা নিষ্ফল—তাহাদ্বারা কোনও সময়েই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, প্রেম পাওয়া যায় না। এই অনাসঙ্গ ভজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে **বহু জন্ম করে যদি** ইত্যাদি—বহু বহু জন্ম বা কোটি কোটি জন্ম পর্য্যন্তও যদি অনাসঙ্গ ভাবে (সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন হইয়া) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেম (কৃষ্ণভক্তি) পাওয়া যায় না।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিরিত্যাদি"-শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শ্লোক এবং অনাসঙ্গভজনে যে কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপেই এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকটী

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে,
১ম-লহর্য্যাম্ (১।২৩)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জ্ঞানত ইতি। তন্মতং তাবদ্বিচার্য্যতে। অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সাসঙ্গে এব বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা মুক্তিভুক্ত্যোঃ সিদ্ধিরপি ন স্যাৎ। অস্তু তাবৎ সুদুর্লভত্ববার্ত্তা। অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে। বাক্যার্থ-ক্রমভঙ্গস্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রবাহুল্যাসিদ্ধেশ্চ। তত্র যদি জ্ঞানযজ্ঞাদি-পুণ্যয়োঃ সাসঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং নোপপদ্যতে। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং মব্যক্তচেতসামিত্যাদেঃ। ক্ষুদ্রাশা ভুরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন ইত্যাদেশ্চ। তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, নৈপুণ্যঞ্চ ভক্তিযোগসংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহভূমন্ বহবোঽপি যোগিন ইত্যাদেঃ, স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ। অথ হরি-ভক্তি-শব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায়স্তদ্ভাব এবোচ্যতে ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যেতিবৎ। ততশ্চ সাধন-শব্দেন হরিসম্বন্ধি সাধনমেবোচ্যতে তৎসম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগাৎ তথাচ সাধন-শব্দেন সাক্ষাত্তদ্‌ভজনে বাচ্যে তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুত্ব-নির্দ্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ সুশব্দাচ্চ ভীতস্য কস্যাপি তত্র ভাবভক্তৌ প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ। তেন তস্যাঃ সুলভত্বন্তু, শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ সাধনশব্দেন, ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিযুক্তকর্ম্মাদিকমেবোচ্যতে। অতএব সাধন-শব্দ এব বিন্যস্তো ন তু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব। তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাত্তদ্‌ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। তথাপি কারিকায়ামনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশ-সামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈরিত্যর্থঃ। তাদৃশনানাসাধনন্তু নেষ্টং, তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়মিত্যাদৌ। তস্মাদিতরমিশ্রিতাপি ন যুক্তেতি সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি। শ্রীজীব। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে—"বহু জন্ম করে" ইত্যাদি পয়ারে "অনাসঙ্গ-" শব্দটী না থাকিলেও অনাসঙ্গ ভজনকে লক্ষ্য করিয়াই এই পয়ার লিখিত হইয়াছে। অন্যথা "জ্ঞানতঃ সুলভা"-শ্লোকটীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক এবং নিরর্থক হয়, এবং পরবর্ত্তী ২২ পয়ারের সঙ্গেও এই পয়ারের বিরোধ জন্মে; অধিকন্তু, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সর্ব্বথা নিরর্থকতাই প্রতিপাদিত হয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। জ্ঞানতঃ (জ্ঞান দ্বারা—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা) মুক্তিঃ (মুক্তি) সুলভা (সুলভ), যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা) ভুক্তিঃ (স্বর্গাদি-ভোগ) [সুলভা] (সুলভ); সেয়ং (সেই এই) হরিভক্তি (হরিভক্তি—প্রেমভক্তি) সাধনসাহস্রৈঃ (সহস্র সাধনেও) সুদুর্লভা (সুদুর্লভ)।

অনুবাদ। জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়; যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা সহজে স্বর্গাদি-ভুক্তিও লাভ হয়; কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সুদুর্লভ।২॥

জ্ঞানতঃ—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা; জীব ও ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা দ্বারা। **মুক্তিঃ**—সাযুজ্য মুক্তি। **যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ**—যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা; কর্ম্ম-মার্গের অনুষ্ঠানে। **ভুক্তিঃ**—ভোগ; ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি-ভোগ। জ্ঞানমার্গের যে সাধনে মুক্তি পাওয়া যায়, কর্ম্মমার্গের যে সাধনে ভুক্তি পাওয়া যায়—তাহাও সাসঙ্গ সাধন; অনাসঙ্গ-সাধনে মুক্তিও পাওয়া যায় না, ভুক্তিও পাওয়া যায় না। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ—নৈপুণ্য; জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের নৈপুণ্য হইতেছে "ভক্তি-যোগ-সংযোক্তৃত্ব"—ভক্তির সহিত সংযোগ। "ভক্তিমুখ-

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। | কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২।২২।১৪-১৫॥" ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারে না, কর্ম্মও ভুক্তি দিতে পারে না। তাই ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণই হইল জ্ঞানমার্গের ও কর্ম্মমার্গের—সাধন-নৈপুণ্য বা আসঙ্গ। **ইয়ং হরিভক্তিঃ**—এই হরিভক্তি; এস্থলে হরিভক্তি-শব্দে সাধ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণরতিকেই বুঝাতেছে; সাধন-ভক্তির-অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে যে রতি বা কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তাহাকেই এস্থলে হরিভক্তি বলা হইয়াছে। **সাধন-সাহস্রৈঃ**—সহস্র-সহস্র-সাধনদ্বারাও; বহু বহু সাধনেও। এস্থলে সাধন-শব্দে হরিসম্বন্ধি সাধন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, হরিসম্বন্ধি সাধন ব্যতীত অন্য সাধন দ্বারা হরিভক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদি। শ্রীভা, ১১।৩।৩১॥ **সুদুর্ল্লভা**—সুদুর্ল্লভ; একেবারেই অপ্রাপ্য। হরিভক্তি যে কোনও উপায়েই কোনও সময়েই পাওয়া যায় না, তাহা বলাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে; কারণ, শাস্ত্রে অনেক স্থলে হরিভক্তির সুলভতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—অনাসঙ্গ-সাধনসমূহ দ্বারা সুচির-কালেও হরিভক্তি পাওয়া যায় না এবং এই উক্তির প্রমাণরূপেই "জ্ঞানতঃ সুলভা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে "সাধন-সাহস্রৈঃ"—শব্দে অনাসঙ্গসাধনের কথাই বলা হইয়াছে। অনাসঙ্গ-ভাবে শত-সহস্র সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভক্তিমার্গে আসঙ্গ (বা ভজননৈপুণ্য) শব্দের অর্থ হইল—সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তি। সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি-হীন শত সহস্র সাধনেও হরিভক্তি বা প্রেম পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রথম রকমের সুদুর্ল্লভত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় রকমের—সাসঙ্গ-ভজনেও ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকা পর্য্যন্ত হক্তিভক্তির—সুদুর্ল্লভত্বের কথা বলিতেছেন।

ছুটে—ছুটি পায়; সাধকের নিকট হইতে অবসর পায়; সাধক তাহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছে মনে করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণকে অব্যাহতি দেয়। **ভুক্তি**—ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি সুখ-ভোগ। **মুক্তি**—সালোক্যাদি মুক্তি। **কভু**—কখনও কখনও (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় কর্হিচিৎ শব্দের অর্থ এবং ২।২২।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পয়ারের তাৎপর্য্য ঃ—ভক্তকে ভুক্তি বা মুক্তি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহার (ভক্তের) নিকট হইতে অব্যাহতি পায়েন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না; তাঁহার নিকট হইতে তিনি প্রেমভক্তিকে লুকাইয়া রাখেন। অর্থাৎ, ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ভুক্তি বা মুক্তি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন—তাহাতেই তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐ ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই চলিয়া যান, তাঁহাকে আর প্রেমভক্তি দেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তির বা মুক্তির স্পৃহা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয় ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সেই হৃদয় ভক্তিকে ধারণ করিতে অসমর্থ। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি,। ১।২।১৫॥" তাই, যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই তৃপ্ত (সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে—যাঁহাদের হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি বাসনা বিরাজিত), তাঁহারা প্রেমভক্তি পান না। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা নাই, সুতরাং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়া যাঁহারা তৃপ্ত নহেন—এমন কি, ভুক্তি-মুক্তি শ্রীকৃষ্ণ দিতে চাহিলেও যাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না—তাঁহারাই প্রেমভক্তি পাইতে পারেন।

এই পয়ারে দেখান হইল যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না; ইহাই হইল "আশু-অদেয়া রূপ সুদুর্ল্লভা ভক্তি"—পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে নয়—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দুর হইলে পরে। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ—৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নম্বু, ভগবতোঽতিসুলভত্বদর্শনাম্মোক্ষস্য চাতিসুদুর্ল্লভত্বাদিয়মতি স্তুতিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—হে রাজন্! ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দেবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎকুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিং বহুনা, ক্বচ কদাচিদ্দৌত্যাদিষু চ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী অস্তু নামৈবং তথাপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজমানানামপি মুক্তিং দদাতি, ন তু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগমিতি। স্বামী।৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)! মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ভবতাং (আপনাদের—পাণ্ডবদের) যদূনাঞ্চ (এবং যদুদিগের) পতিঃ (পালনকর্ত্তা), অলং গুরুঃ (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্য), প্রিয়ঃ (সুহৃৎ), কুলপতিঃ (কুলের নিয়ন্তা), ক্বচ (কখনও বা) বঃ (আপনাদের—পাণ্ডবদের) কিঙ্করঃ (দৌত্যাদি-কার্য্যে আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর)। অঙ্গ (হে অঙ্গ)! এবং (এইরূপ) অস্তু (হউক); [তথাপি সঃ] (তথাপি সেই) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ভজতাং (ভজনকারীদিগের) মুক্তিং (মুক্তি) দদাতি (দান করেন) কর্হিচিৎ (কিন্তু কখন কখনও) ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ—প্রেম) স্ম ন (নহে—দান করেন না)।

অনুবাদ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের) এবং যদুদিগের পালনকর্ত্তা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা); কখনও বা দৌত্যাদি-কার্য্যে আপনাদের (পাণ্ডবদের) আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর; এইরূপ হইলেও ভজনকারীদিগকে তিনি মুক্তিদান করেন; কিন্তু কখনও কখনও প্রেমভক্তি দান করেন না। ৩।

এই শ্লোক, মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি। তিনি বলিতেছেন—মহারাজ! ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যত রকম বৈচিত্রী আছে, তাহার প্রায় সকল রকম বৈচিত্রীতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের এবং যদুদের নিকট আত্মপ্রকট করিয়াছেন—তাই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের পালনকর্ত্তাও তিনি, উপাস্যও তিনি; তাঁহাদের সুহৃদও তিনি, কুলের নিয়ন্তাও তিনি। পাণ্ডবদের নিকটে আবার একটী বিশেষ সম্বন্ধও প্রকাশিত করিয়াছেন—ভৃত্য যেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেইরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তিনি পাণ্ডবদের দৌত্যাদি-কার্য্যও করিয়াছেন। এত দূরই তিনি তাঁহাদের প্রেমভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই যে প্রেমভক্তি—যাহার বশে তিনি যদুদের ও পাণ্ডবদের নিকটে প্রায় বিক্রীত হইয়া রহিয়াছেন,—তাহা তিনি সকলকে দেন না; যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমভক্তি তাহাদিগকে কখনও কখনও দেন না; **কর্হিচিৎ ন দদাতি**—এই বাক্যের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন—"কর্হিচিন্নদদাতীত্যুক্তেঃ কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি; অসাকল্যেতু চিচ্চনৌ"—চিৎ এবং চন প্রত্যয় অসাকল্যে প্রযুক্ত হয়; তাই কর্হিচিৎ-শব্দে "সকল-সময়"-কে বুঝাইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়েই (কোনও সময়েই) ভজনকারীদিগকে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা নহে; কখনও দেন, কখনও দেন না—ইহাই কর্হিচিৎ-শব্দ হইতে জানা যায়। কখন দেন? সাসঙ্গ-ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি ভজনকারীকে প্রেমভক্তি দেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি বাসনা থাকে, ততক্ষণ দেন না। আর যাহারা সাসঙ্গ-ভজন করেন না, তাঁহাদিগকেও তিনি প্রেমভক্তি দেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাইমাধাই-পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥ ১৭

স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭। **হেন প্রেম**—এতাদৃশ সুদুর্ল্লভ প্রেম, যাহা অনাসঙ্গ-ভজনে কখনও পাওয়া যায় না এবং সাসঙ্গ-ভজনেও ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। **দিল যথা তথা**—যাহাকে তাহাকে, যেখানে সেখানে—ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, কুলীন অকুলীন, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা ইত্যাদি—কোনওরূপ বিচার না করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন সুদুর্ল্লভ প্রেম সকলকেই দান করিলেন। প্রেমপ্রাপ্তির প্রধানতম অন্তরায় হইতেছে—নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ। এরূপ অপরাধ যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে কিরূপে প্রেমদান করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবল নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রেম-প্রাপ্তির কথাই বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়; জগাই-মাধাইয়ের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যায়; জগাই-মাধাই দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নামাপরাধাদি ছিল না বলিয়া প্রকাশ। যাঁহাদের নামাপরাধাদি ছিল না, যাঁহারা হয়তো অন্য কোনওরূপ দুষ্কর্ম্মাদিতে রত ছিলেন মাত্র, তাঁহাদের চিত্তে তীব্র অনুতাপাদি জন্মাইয়া, কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তের দুষ্কর্ম্মজনিত কালিমা ঘুচাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে প্রেমাবির্ভাবের যোগ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেম দান করিয়াছেন। ১।৭।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত**—জগাই ও মাধাই ছিলেন দুই ভাই, ব্রাহ্মণ-সন্তান; মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহারা মহা অত্যাচারী ও অত্যন্ত কুকার্য্যরত ছিলেন; এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই বা করিতে পারিতেন না; তবে তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর সেই মদ্যপ-মাতাল দুইটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন; তাঁদের একজন শ্রীনিতাইচাঁদের মাথায় কলসীর কাণা দিয়া আঘাত করিলে—মাথা কাটিয়া দর দর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি নিতাইচাঁদ ক্রুদ্ধ হইলেন না; সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দৌড়াইয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। গুরুতর আঘাতেও শ্রীনিতাইয়ের ক্রোধাভাব এবং মহাপ্রভুর নিকট আঘাত-কারীর জন্যও শ্রীনিতাইয়ের কৃপা-প্রার্থনাদি দেখিয়াই জগাই-মাধাইয়ের চিত্ত গলিয়া গিয়াছিল, অনুতাপানলে তাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; তার উপর প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা আরও কাতর হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তের কালিমা দূরীভূত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

১৬-১৭ পয়ারে নিরপরাধ অথচ পাপী-তাপী পরপীড়ক দুর্জ্জনাদির প্রেম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। সহজেই বুঝা যায়;—এসমস্ত দুর্জ্জন লোক ভুক্তিকামী ছিল; স্বসুখ-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্তই ইহারা পরের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়নাদি দুষ্কার্য্য করিত; পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ইহাদেরও মনের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। তাহাদের ভোগবাসনা ও তজ্জনিত পরপীড়ন-প্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া তাহাদের চিত্তকে প্রেমাবির্ভাবের যোগ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রেম দিলেন; ইহাই ইহাদের প্রতি প্রভুর করুণার বিশেষত্ব। অপর বিশেষত্ব—আপামর সাধারণকে প্রেমদান করার নিমিত্ত অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা—এরূপ ব্যাকুলতা অপর কোনও অবতারে দৃষ্ট হয় না।

১৮। **প্রশ্ন হইতে পারে**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই অভিন্ন বস্তু; শ্রীকৃষ্ণরূপে যে দুর্লভ প্রেম এবং প্রেমপ্রাপ্তির উপায় তিনি নির্ব্বিচারে দান করেন নাই, শ্রীচৈতন্যরূপে কেন তাহা করিলেন? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"স্বতন্ত্র ঈশ্বর" ইত্যাদি। **স্বতন্ত্র**—যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাঁহার অন্য নিয়ন্তা নাই; নিজের ইচ্ছানুসারেই যিনি সমস্ত কাজ করেন। **স্বতন্ত্র ঈশ্বর**—স্বয়ং ভগবান্। **প্রেম নিগূঢ়-ভাণ্ডার**—প্রেমের নিগূঢ় (অতি গোপনীয়) ভাণ্ডার। নিগূঢ়-শব্দের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই প্রেমের ভাণ্ডার (আশ্রয়জাতীয় প্রেমের ভাণ্ডার)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও পরম গোপনীয় ছিল—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া অন্যের (শ্রীরাধার) হস্তে তাহা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণরূপে নির্ব্বিচারে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়াই তিনি সেই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গ্রহণও করিলেন; গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাতেই (স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া) সেই আশ্রয়জাতীয় প্রেম যথেচ্ছ আস্বাদন করিলেন। আস্বাদন-চমৎকারিতায় তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সর্ব্বসাধারণকে এই প্রেমের আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমের আস্বাদন-চমৎকারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিবার জন্য উৎকট লোভও তখন জন্মে নাই; শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এই লোভে ব্যাকুল হইয়া তিনি নির্ব্বিচারে আশ্রয়-জাতীয় প্রেমদান করিলেন।

উক্ত আলোচনা হইতে স্থূলতঃ ইহাই জানা গেল যে—স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ আশ্রয়-জাতীয় প্রেম-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজে না রাখিয়া শ্রীরাধার হস্তে ন্যস্ত করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই, নিজেও আস্বাদন করিতে পারেন নাই এবং আস্বাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহার আস্বাদন-চমৎকারিতার সম্যক্ অনুভূতির অভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভও তাঁহার জন্মে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি সেই ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন এবং আস্বাদন-চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই—ভাণ্ডারের কর্তৃত্বও নিজ হস্তে থাকায় বিতরণের কোনও বিঘ্নও ছিল না। জীবের চিত্তের অবস্থা-বিশেষে, সর্ব্বসাধারণ বিধি-অনুসারে প্রেমপ্রাপ্তিবিষয়ে যাহা কিছু বিঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত, স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাও দূরীভূত করিয়া নির্ব্বিচারে সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই (১ম শ্লোকে এবং ৪-৬ পয়ারে) এই অচিন্ত্য-শক্তির বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ প্রেম-বিতরণ-ব্যাপারে এই অচিন্ত্য-শক্তির প্রকটনই পরম-করুণ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। জীবের প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে স্বসুখ-বাসনাদি, কি অপরাধাদি যে সকল বিঘ্ন আছে, সে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্য-শক্তির যেরূপ অভিব্যক্তির প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেও সেইরূপ অভিব্যক্তির কথা শুনা যায় না। তাহার হেতুও বোধ হয় আছে; যে অনুগ্রহাশক্তির প্রেরণায় প্রেমদানের ইচ্ছা বলবতী হয়, তাহা আশ্রয়-জাতীয়া ভক্তির আধার-স্বরূপ ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে (এজন্যই বলা হইয়াছে "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়); যে স্থলে আশ্রয়জাতীয়া ভক্তি নাই, সে স্থলে প্রেমবিতরণের জন্য এই অনুগ্রহাশক্তিরও জীবমুখী অভিব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণে বিষয়-জাতীয়া ভক্তি বা প্রেম ছিল, আশ্রয়-জাতীয়া ভক্তির সম্যক্ বিকাশ ছিল না; তাই তাঁহাতে অনুগ্রহাশক্তির এতাদৃশী অভিব্যক্তিও ছিল না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির মূল আধার হইয়াছেন; সুতরাং প্রেম-বিতরণ-বিষয়ে অনুগ্রহাশক্তির জীবমুখী অভিব্যক্তিও তাঁহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রেমবিতরণ-বিষয়ে ও প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে জীবচিত্তের বিঘ্নাদির দূরীকরণ-ব্যাপারে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিকেও অনুকূলভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। এইভাবে যে অচিন্ত্যশক্তির বিকাশ এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ—এসমস্তেই প্রভুর স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়াই একমাত্র নিজেরই ইচ্ছার বশে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নিজের মধ্যে আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির অভিব্যক্তি করান নাই, আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহা করাইয়াছেন এবং তদনুকূল অচিন্ত্যশক্তির অভিব্যক্তি করাইয়া নির্ব্বিচারে প্রেমদান করিয়াছেন।

বিলাইল যারে তারে ইত্যাদি—সজ্জন দুর্জ্জন, অপরাধী নিরপরাধ ইত্যাদির বিচার না করিয়া সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

অপরাধী ব্যক্তিকেও কিভাবে প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥ ১৯
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ ২০
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯-২০। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নির্ব্বিচারে সকলকেই প্রেম দিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৯ম-১২শ পরিচ্ছেদোক্ত প্রেমকল্পতরুর বর্ণনা হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু নিজে তো এইরূপ নির্ব্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই; অধিকন্তু, ভক্তিকল্পবৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপ পার্ষদ ও অনুগত ভক্তগণের দ্বারাও নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করাইয়াছেন—নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণের শক্তি তাঁহাদিগকেও প্রভু দিয়াছেন। তাই, যতদিন মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তদীয় পার্ষদ ও অনুগত ভক্তগণ তো নির্ব্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই; অধিকন্তু, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-প্রশাখারূপ যে সমস্ত পার্ষদ ও অনুগত ভক্ত প্রকট ছিলেন, প্রভুর পূর্ব্ব-আদেশ অনুসারে তাঁহারা তখনও নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন। এই পয়ারে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অদ্যাপিহ—আজ পর্য্যন্তও; এখনও। এস্থলে গ্রন্থলিখন-সময়ের কথা অর্থাৎ কবিরাজগোস্বামীর সময়ের কথা বলা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে সময়ে লিখিত হইতেছিল, সেই সময়েও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-প্রশাখারূপ কোনও কোনও ভক্ত প্রকট ছিলেন; তাঁহাদের কৃপায় তখনও অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করা মাত্রেই প্রেম-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন ও প্রেমলাভ করিয়াছেন।

চৈতন্য নাম—শ্রীচৈতন্যের নাম। জীবের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীভগবান্ "কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার। ৩।২০।১৩।" "নাম্নামকারি বহুধা" ইত্যাদি শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকেও প্রভু এই বহু নাম প্রকটনের কথা বলিয়াছেন; আবার, এই বহুবিধ নামের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রভু "সর্ব্বশক্তি দিলেন করিয়া বিভাগ। ৩।২০।১৫॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের বহু নামের মধ্যে প্রত্যেকটীরই অচিন্ত্য-শক্তি আছে। যাহা হউক, "শ্রীচৈতন্য" ও "শ্রীনিত্যানন্দ" ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বহু নামের অন্তর্গতই দুইটী নাম; যথাবিধি এই দুই নামের যে কোনও একটীর কীর্ত্তনেই প্রেমোদয় হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারে "চৈতন্য-নাম" বলিতে শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট কৃষ্ণনামকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে শিক্ষাষ্টক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—এরূপ (শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম-জপরূপ) অর্থ করার কোনও প্রয়োজনই নাই; কারণ, "শ্রীচৈতন্য"-নাম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। শ্রীচৈতন্যনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিবে; তখনই হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইবে এবং তখনই এই প্রেমের বাহ্য-চিহ্নরূপে ভক্তের দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইবে। **পুলকাশ্রুবিহ্বল**—পুলক (রোমাঞ্চ) ও অশ্রু (নয়ন-ধারা) দ্বারা বিহ্বল (অভিভূত)। পুলক ও অশ্রুর উপলক্ষণে সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই লক্ষিত হইতেছে। **"নিত্যানন্দ"** বলিতে—এস্থলে কেহ কেহ বলেন, "নিত্যানন্দ"-শব্দে শ্রীনিত্যানন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণনামকে বুঝাইতেছে; কিন্তু এরূপ অর্থ করারও প্রয়োজন নাই; কারণ, "শ্রীনিত্যানন্দ"-নাম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে। **আউলায়**—এলাইয়া পড়ে, প্রেমবিকাশ হওয়ায়। **অশ্রুগঙ্গা বয়**—গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা-শব্দে এই প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধতা এবং পবিত্রতা সূচিত হইতেছে।

২১। অপরাধীর চিত্তে যে কৃষ্ণনাম সহজে ফল উৎপাদন করিতে পারেনা, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে।

অপরাধ—দুই রকমের, সেবাপরাধ ও নাম-অপরাধ। কোনও রূপ যান-বাহনাদিতে চড়িয়া বা পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমনাদি অনেক রকমের সেবাপরাধ আছে; সাধারণতঃ, শ্রীমূর্ত্তির সেবা-পূজাদিতে শৈথিল্য বা শ্রদ্ধার অভাবসূচক কার্য্যমাত্রই সেবাপরাধের অন্তর্ভুক্ত; দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি দ্বারাই সেবাপরাধ ঘুচিয়া যাইতে পারে;

তথাহি (ভাঃ—২.৩.২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তৎ অশ্মসারং লোহময়মেব হৃদয়ম্। যৎ খলু গৃহ্যমাণৈঃ কীর্ত্ত্যমানৈরপি বহুভির্হরিনামধেয়ৈ র্ন বিক্রিয়েত। বিক্রিয়ালক্ষণমাহ অথেত্যাদি। গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষো রোমাঞ্চঃ বহুনামগ্রহণেঽপি চিত্তদ্রবাভাবো নামাপরাধলিঙ্গমিতি সন্দর্ভঃ। কিঞ্চাশ্রু-পুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ। নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয় ইতি। তথা অতিগম্ভীর,মহানুভাব-ভক্তেষু হরিনাম-ভিশ্চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে। ইতি তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত। কদা? যদা বিকারস্তদাপি ইত্যর্থঃ। বিকার এব কস্তত্রাহ নেত্রে জলমিতি। ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং ইহা তত সাংঘাতিক নহে। কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয়না, ইহা ভজনের অত্যন্ত বিঘ্নজনক। নামাপরাধ দশ রকমের; যথা, (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীনারায়ণের নাম-গুণাদি হইতে শ্রীশিবের নাম-গুণাদিকে পৃথক্ মনে করা, (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা, (৪) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা, অর্থাৎ নাম-মহিমাদিকে প্রশংসাবাচক অতিশয় উক্তি বলিয়া মনে করা, (৫) বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান, হোমাদি শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমতা মনে করা, (৮) শ্রদ্ধাহীন, শ্রবণ-বিমুখ এবং যে ব্যক্তি উপদেশাদি গ্রাহ্য করেনা, তাহাকে নাম-উপদেশ করা, (৯) নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম গ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া দেহ-দৈহিক বস্তুতে প্রধান্য দেওয়া এবং (১০) নাম শ্রবণে বা নাম গ্রহণে চেষ্টাশূন্যতা বা উপেক্ষা। বিশেষ আলোচনা ২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। উক্ত সেবাপরাধ এবং নামাপরাধ ব্যতীতও একটী অপরাধ আছে—বৈষ্ণবাপরাধ, কোনও বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ (বিশেষ বিবরণ ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানের কোনও একটী বিশেষ নাম সম্বন্ধে এই নামাপরাধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। নামাপরাধ ও অর্থাবাদাদি-প্রকরণে, হরিনাম, বিষ্ণুনাম, ভগবানের নাম, শিব-নামাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতে মনে হয়, শ্রীভগবানের যে কোনও নামের কীর্ত্তন-সম্বন্ধেই নামাপরাধের অবকাশ আছে।

অপরাধীর—যাহার চিত্তে অপরাধ আছে, তাহার। **বিকার**—প্রেমের বিকার; অষ্টসাত্ত্বিকাদি প্রেমের বহির্ব্বিকার এবং চিত্তদ্রবতাদি প্রেমের অন্তর্বিকার। প্রেমোৎপাদন-বিষয়ে কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে। যাহার মধ্যে নামাপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেও (সহজে) তাহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না; সুতরাং প্রেমজনিত চিত্তদ্রবতা কিম্বা অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিকভাবও তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

চিত্তদ্রবতাই কৃষ্ণপ্রেমের মুখ্য লক্ষণ; এমন অনেক গম্ভীর-প্রকৃতির ভক্ত আছেন, প্রেমোদয়ে যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অশ্রুকম্পাদি বহির্ব্বিকার জন্মে না। চিত্তের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অভ্যাসবশতঃও অনেকের দেহে অশ্রুকম্পাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু যদি সেই সঙ্গে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তদ্রবতা না জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত অশ্রুকম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের বিকার নহে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তৎ (সেই) হৃদয়ং (হৃদয়) অশ্মসারং বত (লৌহ—লৌহবৎ কঠিন); যৎ (যেই) ইদং (ইহা—হৃদয়) যদা (যখন) নেত্রে (নয়নে) জলং (জল) গাত্ররুহেষু (রোমে) হর্ষঃ (পুলক) [ইত্যাদিঃ]

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥ ২৩
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ইত্যাদি) বিকারঃ (বিকার—বহির্ব্বিকার) [অস্তি] (হয়) [তদাপি] (তখনও) গৃহ্যমাণৈঃ (গৃহীত) হরিনামধেয়ৈঃ (হরিনাম দ্বারা) ন বিক্রিয়েত (বিকারপ্রাপ্ত—দ্রব—হয়না)।

অনুবাদ। শৌনক-ঋষি সূতকে কহিলেন—হে সূত! শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফলে—নেত্রে অশ্রু, গাত্রে রোমাঞ্চাদি বহির্ব্বিকার জন্মিলেও—যে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত (দ্রবীভূত) হয়না, সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন।৪।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"যাহারা স্বভাবতঃ পিচ্ছিলহৃদয় (ভাবপ্রবণ), অথবা ধারণাবিশেষের অভ্যাস দ্বারা যাহারা নিজেদের দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদ্‌গম করাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত সাত্ত্বিকভাব (চিত্তদ্রবতা) ব্যতীতও অশ্রু-কম্পাদি কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। দঃ ৩।৫২॥" সুতরাং অশ্রু-কম্পাদিই সকল সময় সাত্ত্বিক-বিকারের বা চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নয়; অথচ চিত্ত দ্রব না হইলে প্রেমোদয় হইয়াছে বলা যায় না। চিত্তদ্রবতাই প্রেমোদয়ের বিশেষ লক্ষণ; এমন অনেক গম্ভীর হৃদয় মহানুভব আছেন, চিত্তদ্রব হইলেও যাঁহাদের অশ্রু-কম্পাদি বহির্ব্বিকার দৃষ্ট হয় না। তাই চিত্তদ্রবতার দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া "যদশ্মসারং" ইত্যাদি শ্লোকের উক্তরূপ অন্বয় ও অনুবাদ করিতে হইয়াছে।

২২-২৪। প্রসঙ্গক্রমে, নিরপরাধ ব্যক্তির কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা মাত্রই—এমন কি একবার মাত্র গ্রহণ করিলেই যে তাহার—চিত্তে প্রেমোদয় হইতে পারে, এবং নিরপরাধ হইয়া যদি কেহ পাপরতও হয়, তাহা হইলেও একবার কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের ফলেই যে তাহার সেই পাপরাশি দূরীভূত হইয়া প্রেমোদয় হইতে পারে, তাহাই এই তিন পয়ারে বলিতেছেন।

প্রেমের কারণ ভক্তি—প্রেমাবির্ভাবের হেতুভূত সাধনভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে এবং তখনই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এইরূপে সাধন-ভক্তিই প্রেমাবির্ভাবের হেতু হইল। **করেন প্রকাশ**—শ্রীকৃষ্ণনাম সাধনভক্তির প্রকাশ করেন। নিরপরাধ ব্যক্তি একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই, তাহার যদি কোনও পাপ থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাহার প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ জন্মে। **প্রেমের উদয়ে**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে, ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং তাহার ফলে বাহিরেও অশ্রুকম্পাদি প্রকাশ পায়। **প্রেমের বিকার**—চিত্তের দ্রবতা এবং অশ্রুকম্পাদি বহির্বিকার। **স্বেদ-কম্প**—ইত্যাদি—কৃষ্ণ-প্রেমের বহির্ব্বিকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্ত যখন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্ব বলে। ভাব-সমূহ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের প্রভাবে দেহ ক্ষুভিত হয় এবং ভাবসমূহের ক্রিয়া বহির্ব্বিকার রূপে দেহেও প্রকাশ পায়। এই বহির্ব্বিকারগুলিকে সাত্ত্বিকভাব বলে। ইহা আট রকমের—স্বেদ (ঘর্ম্ম), কম্প, পুলক বা রোমাঞ্চ (গায়ের রোম খাড়া হওয়া), অশ্রু (চক্ষু হইতে জল ঝরা), স্বরভেদ (গলার স্বরের বিকৃতি, গদ্‌গদ্ বাক্যাদি), বৈবর্ণ্য (দেহের বর্ণের পরিবর্ত্তন), স্তম্ভ (জড়তা বা নিশ্চলতা) এবং প্রলয় (মূর্চ্ছা)। বিশেষ বিবরণ ২।২।৬২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **অনায়াসে ভবক্ষয়**—বিনা চেষ্টায় সংসারক্ষয় হয়। সংসার-ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; ভজনের প্রভাবে আনুষঙ্গিক ভাবেই সংসার ক্ষয় হয়, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তির বা প্রেমের আবির্ভাবে আপনা-আপনিই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত একথাই বলেন। "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ১০।৩৩।৩৯—ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৫
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ২৬
চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হৃদ্রোগকাম দূর করে। অর্থাৎ আগে পরাভক্তি লাভ, তারপরে আনুষঙ্গিকভাবে দুর্ব্বাসনার অপসরণ।" বেদান্তের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হি অন্যে"—এই ৩।৩।২৮ সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকায় এই সূত্রের মর্ম্ম দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণের সেবন**—এক কৃষ্ণনামের ফলেই প্রেমোদয়ের পরে কৃষ্ণ-সেবা পর্য্যন্ত মিলিতে পারে।

২৫।২৬। হেন কৃষ্ণনাম—যে কৃষ্ণনাম একবার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণনাম। এতাদৃশ কৃষ্ণনাম বহু বহু বার গ্রহণ করিলেও যদি প্রেমোদয় না হয়—প্রেমোদয়ের বাহ্য লক্ষণ অশ্রু-কম্পাদি প্রকাশ না পায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে অনেক অপরাধের ফল সঞ্চিত আছে। যে হৃদয়ে অপরাধের ফল সঞ্চিত থাকে, সেই হৃদয়ে কৃষ্ণনামের বীজ (প্রেম) অঙ্কুরিত হয় না—সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না।

২৭। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে; একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপের বিনাশ, সংসারক্ষয়, প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবল নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষে—যাহার অপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম তাহার চিত্তে কোনও ফলোদয় করাইতে পারে না।

কিন্তু জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে; যাহাদের অপরাধ আছে, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া যে তাহাদিগকেও প্রেম দান করিয়াছেন, তাহাই বলা হইতেছে—এই পয়ারে।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে—শ্রীচৈতন্য-স্বরূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপে; শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুতে। **এসব বিচার**—শ্রীকৃষ্ণনামের ন্যায় অপরাধের বিচার। **নাম লৈতে** ইত্যাদি—শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নামগ্রহণকারীকে প্রেমদান করেন এবং তাহাতে তখনই নাম-গ্রহণকারীর দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হয়।

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এই—কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে কৃষ্ণনাম প্রেম দান করে না। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু কোনওরূপ অপরাধের বিচার করেন না; যে কেহ হরিনাম গ্রহণ করিবে, তাহাকেই তাঁহারা প্রেম দান করেন—নিরপরাধ হইলে তো করেনই—অপরাধী হইলেও তাহাকে তাঁহারা প্রেম দিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম পাওয়া যায় না—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের বিধান। অপরাধীকে প্রেম দিলে শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; মহাপ্রভু কখনও শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তের মলিনতা থাকে, চিত্ত ততক্ষণ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, ততক্ষণ চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ প্রেমেরও উদয় হইতে পারে না; কারণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই প্রেম কেবল "শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। ২।২২।৫৭॥" অপরাধ থাকা সত্ত্বেও প্রেম দান করিলে সত্যসঙ্কল্প মহাপ্রভুর কার্য্যের ও বাক্যের ঐক্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, প্রকট-লীলায়ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোনও অপরাধীকে—যতক্ষণ অপরাধ ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত—প্রেমদান করেন নাই। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; (১) পড়ুয়া পাষণ্ডী, কর্ম্মী নিন্দকাদির অপরাধ ছিল বলিয়াই ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতে পারেন নাই; তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে যদি তাহারা তাঁহার চরণে প্রণত হয়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইতে পারেন—এই ভরসায় (।১।৭।৩৫। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ ছিল, ততক্ষণ তিনি প্রেম দেন নাই—ততক্ষণ প্রেম গ্রহণ বা ধারণ করার ক্ষমতাও অপরাধীর থাকে না। (২) ব্রাহ্মণ-সন্তান গোপাল-চাপালের শ্রীবাসের নিকটে অপরাধ ছিল; তাহার ফলে তাহার সমস্ত শরীরে গলিতকুষ্ঠ হইয়াছিল। কষ্টে অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল একদিন মহাপ্রভুর নিকটে কাতর প্রার্থনাও জানাইয়াছিল—তাহাকে উদ্ধার করার নিমিত্ত। কিন্তু প্রভু তাহাকে উদ্ধার করিলেন না; বরং বলিলেন—"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ ১।১৭।৪৭॥" সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন আবার গোপাল-চাপাল প্রভুর শরণাগত হইল; তখন প্রভু কৃপা করিয়া বলিলেন—"শ্রীবাসের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে; তাঁহার নিকটে যাও; শ্রীবাস যদি তোমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আর তুমিও যদি ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ আর না কর, তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার পাইবে।" ইহা হইতেও বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ তিনি প্রেমদান করেন না। (৩) অন্যের কথা আর কি বলা যাইবে—স্বয়ং শচীমাতার কথা শুনিলেই এবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বোধ হয়, জীবলোকে অপরাধের গুরুত্ব দেখাইবার নিমিত্তই প্রভুর গূঢ় ইঙ্গিতে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া একবার বৈষ্ণবাপরাধ আত্ম-প্রকট করিয়াছিল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-উপলক্ষে শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া একটা কথা বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত জীবের পক্ষে যাহা অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জীব-শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু ইহাকেই শচীমাতার অপরাধ বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাসের প্রার্থনাতেও প্রভু শচীমাতাকে তজ্জন্য প্রেমদান করিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে বলিলেন,—"নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান্ অপরাধ। নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। মধ্য।২২।" তারপর কৌশলে শ্রীঅদ্বৈত হইতে ক্ষমা পাওয়ার পরেই শ্রীশচীমাতার দেহে প্রেমের বিকার প্রকাশ পাইল—তৎপূর্ব্বে নহে।

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ-থাকা-কালে প্রভু কখনও কোনও অপরাধীকে প্রেমদান করেন নাই—তদবস্থায় প্রেম দিলেও অপরাধী তাহা ধারণ করিতে পারিতনা। (১।৭।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রভু যে নির্ব্বিচারে সকলকে প্রেমদান করিয়াছেন—একথাও বহু স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাও মিথ্যা বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপ অবস্থায় কি সমাধান হইতে পারে? সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নিরপরাধকে তো প্রেম দিয়াছেনই (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); আর যাহারা অপরাধী, তাহাদিগকেও তিনি প্রেম দিয়াছেন—অবশ্য তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়া তাহার পরে প্রেম দিয়াছেন। অপরাধ খণ্ডাইবার উপায় এই—বৈষ্ণবাপরাধস্থলে, যাঁহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া তাঁহা দ্বারাই অপরাধ ক্ষমা করাইতে হইবে। গোপাল-চাপাল, শ্রীশচীমাতা-প্রভৃতির দৃষ্টান্তে দেখা যায়, প্রভু এইভাবেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়াছেন—অন্যস্থলেও এইরূপই করিয়া থাকিবেন। আর যখন জানা যায় না—কাহার নিকটে অপরাধ, তখন এবং যখন বৈষ্ণব-নিন্দাব্যতীত অন্য কোনওরূপ নামাপরাধ বর্ত্তমান থাকে তখন—একান্তভাবে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামের কৃপায় ক্রমশঃ অপরাধ খণ্ডন হইতে পারে। কিরূপে নামকীর্ত্তন করিলে অপরাধাদি দূরীভূত হইয়া প্রেমোদয় হইতে পারে, শিক্ষাষ্টকে তৃণাদপি-শ্লোকাদিতে প্রভু তাহা বলিয়া দিয়াছেন। প্রভু অপরাধীকে তদনুসারে হরিনাম করাইয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহার পরেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইল অপরাধ খণ্ডাইবার সাধারণবিধি; এই বিধি-অনুসারে প্রভুর লীলান্তর্ধানের পরেও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রেম পাইতে পারেন; অবশ্য, বিধির উপদেশে এবং অপরাধীর অপরাধ দেখাইয়া দিয়া তৎখণ্ডনের নিমিত্ত প্রভুর ব্যাকুল চেষ্টায় তাঁহার অসাধারণ কৃপার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পরম-করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব নহে; এই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব হইতেছে এই যে—প্রভু অপরাধীকেও শ্রীহরিনাম উপদেশ দিয়াছেন এবং তদনুসারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা মাত্রই—অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার অত্যদ্ভুত-অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। প্রভু নিজেও এরূপ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গের দ্বারাও এইভাবে সকলকে প্রেমদান করাইয়াছেন। এইরূপে অপরাধী কি নিরপরাধ—সকলকেই তিনি প্রেমদান করিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

উক্ত আলোচনাকে ভিত্তি করিয়া "চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি" ইত্যাদি পয়ারের এইরূপ অর্থ করা যায়:—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান-বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করেন নাই; যে কেহ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই চিত্ত দ্রব হইয়াছে এবং তাঁহারই দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছে। যিনি নিরপরাধ ছিলেন, তাঁহাকে ত প্রেম দিয়াছেনই—আর যিনি অপরাধী—শ্রীহরিনাম করাইয়া, তাঁহাদের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারও অপরাধ খণ্ডন করাইয়া পরে তাঁহাকেও প্রেমদান করিয়াছেন; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কাহাকেও কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রেমদান বিষয়ে তাঁহার করুণার আরও এক অপূর্ব্ব এবং অত্যাশ্চর্য্য বিকাশের কথা শুনা যায়। ব্রজভাবের আবেশে প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন; তখন তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, কিম্বা তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তিনিই কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন। প্রভু চলিয়াছেন—প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া: চতুর্দ্দিকে সেই বন্যার তরঙ্গ ধাবিত হইয়াছে; সেই তরঙ্গ-স্পর্শের সৌভাগ্য যাঁহাদেরই হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এইভাবে প্রেমবিতরণে—প্রেমলাভের উপায়ের উপদেশে নহে—প্রেমবিতরণেই যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার প্রভু করেন নাই; এজাতীয় বিচারের দিকে তাঁর কোনও অনুসন্ধানও ছিল না; বরং তাঁর অনুসন্ধান ছিল একটা বিষয়ে—কেহ প্রেমলাভ হইতে যেন বঞ্চিত হয় না, এই বিষয়ে। এমন অপূর্ব্ব করুণার বিকাশ শ্রীভগবান্ আর কোনও অবতারে দেখান নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলায়ও না।

কৃষ্ণনাম হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিশেষত্ব এই যে, কৃষ্ণনাম কেবল নিরপরাধকেই প্রেম দেন, অপরাধীকে কৃষ্ণনাম কিছুতেই প্রেম দেন না; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সকলকেই প্রেমদান করেন—নিরপরাধকে তো দান করেনই, অপরাধীকেও প্রেমদান করেন, অবশ্য তাঁহাদের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, নামগ্রহণ মাত্রেই তাহার (অপরাধীর) অপরাধ খণ্ডন করিয়া তাহার পরে প্রেমদান করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদবর্গের প্রকট-লীলাকালে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদেরই এইরূপ অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল—তাঁহাদের সকলকেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সেই নির্ব্বিচার করুণা-বন্যাও তিরোহিত হইয়া গেল; তাই শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছেন—"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥"

২৮। **স্বতন্ত্র ঈশ্বর** ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাহারও অধীন নহেন; বিশেষতঃ, তিনি পরম উদার; তাই অপরাধী ব্যক্তিকেও—অপরাধ খণ্ডাইয়া—প্রেমদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনীয়তার কথা বলিয়া ১৩ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—তর্কশাস্ত্রের বিচারেও তাঁহাদের ভজনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়; তারপর, তর্কশাস্ত্রানুযায়ী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৪ পয়ারে বলিলেন—শ্রীভগবানের ভজনীয় গুণ-সমূহের মধ্যে জীবের প্রতি করুণাই শ্রেষ্ঠ এবং এই করুণার বিকাশ যাঁহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই সর্ব্বসেব্য; এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া ১৫-২১ পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের করুণা এত অধিকরূপেই বিকশিত হইয়াছে যে, অতি সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেমকেও তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ

অরে মূঢ়লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল । চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃপায়—নিরপরাধ ব্যক্তির কথা তো দূরে—অপরাধী ব্যক্তিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছে। এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপার সর্ব্বাতিশায়িতা সপ্রমাণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—**"তাঁরে না ভজিলে"** ইত্যাদি বাক্যে—এমন পরমকরুণ যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, তাঁহাদিগকে যদি ভজন না করা হয়, তাহা হইলে উদ্ধারের নিশ্চিত ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারে ? অন্য-স্বরূপের ভজনে জীব মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার পাইলেও পাইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে ভজনের ক্রটী-বিচ্যুতি-আদিজনিত অন্তরায়ের আশঙ্কা আছে—অন্য উপাস্য-স্বরূপ সে সমস্ত ক্রটী-বিচ্যুতি আদি উপেক্ষা করার মত কিম্বা সংশোধন করাইয়া লওয়ার মত করুণ না হইতেও পারেন ; কিন্তু যাঁহাদের কৃপার বন্যা—সাধারণ ক্রটী-বিচ্যুতি-আদির কথা তো দূরে—মহাপাতকাদিকেও ভাসাইয়া লইয়া বহু দূরে সরাইয়া দেয়—এমন কি ভজনমার্গের প্রধানতম অন্তরায় অপরাধকে পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া অপরাধী ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া থাকে, তাঁহাদের ভজন করিলে মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিই খুব বড় কথা নয় ; ইহা পরম-পুরুষার্থও নয়, (১।৭।৮১ এবং ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রেমই হইল পরম-পুরুষার্থ। গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে সেই প্রেমলাভ হইতে পারে ; জীবের মধ্যে প্রেম-বিতরণের জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা তাঁহাদের প্রকট-লীলাতেই দৃষ্ট হইয়াছে। সেই ব্যাকুলতাবশতঃ প্রকট-লীলায় তাঁহারা নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পরে কি ভাবে সেই প্রেম লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক উপদেশও তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ভজন করিলে তাঁহাদের কৃপায় সেই প্রেমলাভ হইতে পারে। প্রেমলাভের অনুকূল ভজনের উপদেশ রাখিয়া যাওয়াতেও প্রেম-দান-দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতারই পরিচয়ই পাওয়া যায়।

২৯। উপাস্য-স্বরূপের মহিমাজ্ঞান-ব্যতীত ভজনে অনুরাগ জন্মে না ; তাই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের উপদেশ দিয়া এক্ষণে তাঁহাদের মহিমা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-গ্রন্থ-শ্রবণের উপদেশ দিতেছেন।

মূঢ়লোক—শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমাদি-বিষয়ে অজ্ঞ লোক। যাহারা গৌরনিত্যানন্দের মহিমা জানেনা বলিয়া তাঁহাদের ভজন করেনা, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপর নাম। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের নাম প্রথমে রাখিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীলোচনদাস-ঠাকুরও একখানি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়া শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর স্বরচিত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ" শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন ; তাঁহার সম্মতিক্রমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে যখন শ্রীলোচনদাস পড়িলেন "অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর সুত ॥" তখন শ্রীল বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর প্রেমে পুলকিত হইয়া লোচনদাসকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিলেন—"নিতাই-চৈতন্যে তোমার অভেদ-জ্ঞান হইয়াছে, তুমি ধন্য। আজ হইতে তোমার রচিত গ্রন্থের নামই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রহিল ; আর আমি যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছি, তাহার নাম শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইল।'' আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণই শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সহিত নামের গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করিয়া বৃন্দাবনদাসের জননী শ্রীনারায়ণী-দেবীই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখেন। এই গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি মধুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস— বৃন্দাবনদাস ॥ ৩০
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩১
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥৩২
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহঁা জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৩
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৫
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা অবগত নহেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পড়িবার উপদেশ দিতেছেন।

৩০। বেদব্যাস যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাসও তেমনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসকেই শ্রীচৈতন্য-লীলার বেদব্যাস বলা যায়। ইহাও বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবতে পরিবর্ত্তিত হওয়ার একটা কারণ।

বৃন্দাবনদাস—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস-পণ্ডিতের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শ্রীমতী নারায়ণী। শ্রীমতী নারায়ণী-দেবী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্রী ছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় ভুক্তাবশের দান করিয়া কৃপা করেন; নারায়ণীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখনই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই নারায়ণী-দেবীই শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল বৃন্দাবনদাসের ইষ্টদেব ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা ॥ ১০৯॥ যিনি বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবনদাস ॥" **চৈতন্য-লীলার ব্যাস**—ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি যিনি শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলে।

৩১-৩৪। **সর্ব্ব অমঙ্গল**—ভক্তিসম্বন্ধে সকল রকমের অন্তরায়। **কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা**—কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের সীমা বা অবধি; কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমূহের সার মর্ম্ম। **ভাগবতে যত** ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিসিদ্ধান্তের যে সকল সার মর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করিয়াই শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীচৈতন্যভাগবতের সিদ্ধান্ত-সমূহের প্রমাণ। **চৈতন্যমঙ্গল শুনে** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, ভগবদ্বিমুখ পাষণ্ডী কিম্বা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী যবনও—যদি শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করে, তাহা হইলেও সে মহাবৈষ্ণব হইয়া যায়; শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অপূর্ব্ব করুণাদির কথা শুনিতে শুনিতে তাহার ভগবদ্-বিমুখতা বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়; গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া পাষণ্ডী এবং যবনও মহাবৈষ্ণব হইয়া যায়।

৩৫। **বৃন্দাবনদাস-মুখে** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত বৃন্দাবনদাসের মুখে স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদ্বারা স্বীয় মহিমা-ব্যঞ্জক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করাইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই উক্তির ন্যায় প্রামাণ্য—ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য।

৩৬। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা যেরূপ-সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবন-দাসের চরণে প্রণতি জানাইতেছেন।

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥ ৩৭
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৩৮
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪০
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪১
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪২
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৩
নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৪
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **উচ্ছিষ্ট-ভাজন**—নারায়ণীর বয়স যখন চারিবৎসর, তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তজ্জন্য অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ) দিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ২য় অধ্যায়)। ৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮। **তাঁর কি অদ্ভুত** ইত্যাদি—বৃন্দাবন-দাসের গৌর-লীলা-বর্ণন-প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত। **শুদ্ধ কৈল**—সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া, বিষয়-বাসনাদি ঘুচাইয়া, ভগবদ্‌বিমুখতাদি দূরীভূত করিয়া অন্তঃকরণকে শুদ্ধ—অর্থাৎ ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্য—করিল।

৩৯। যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা-ব্যঞ্জক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করিলেই জীবের সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়, সেই পরম-করুণ গৌর-নিতানন্দের ভজন করিলে যে জীবের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত হইবে, চিত্তে প্রেমোদয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তাঁহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন।

৪০-৪৫। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যভাগবত আস্বাদন করিতে থাকেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে গ্রন্থকার প্রথমে অতি সংক্ষেপে—সূত্রাকারে—শ্রীচৈতন্যলীলার উল্লেখ করেন; পরে আবার কোন কোন লীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করেন; নানাকারণে তিনি সমস্ত লীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের লীলা-বর্ণন-মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়া সমস্ত লীলার আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বিশেষ লোভ জন্মিল; তাই, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সেই সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিলেন; তদনুসারে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন।

সূত্র করি—সংক্ষেপে। **বিস্তার দেখিয়া** ইত্যাদি—গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কোন কোন লীলা তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই। সমস্ত লীলা বর্ণনা না করার ইহা একটী হেতু। **নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সেই লীলায় আবিষ্ট হওয়ায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই। সমস্ত লীলা বর্ণন না করার ইহা আর একটী হেতু। **সেই সব লীলার**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শেষ লীলার এবং আদি ও মধ্য-লীলার মধ্যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা যাহা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করেন নাই, সেই সমস্ত লীলার।

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
মহাযোগপীঠ তাহাঁ রত্নসিংহাসন ॥ ৪৬
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭
রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
দিব্যসামগ্রী দিব্য-বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৮
সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৪৯
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ-গুণ সর্ববজগতে প্রকাশ ॥ ৫০
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর ॥ ৫১
সভার সম্মানকর্ত্তা, করেন সভার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥৫২
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৬-৫৩। শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনের নিমিত্ত যাঁহারা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছেন ৪৬-৬৭ পয়ারে। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস; তাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কথাই বলিতেছেন ৪৬-৫৯ পয়ারে। শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে সুবর্ণ-মন্দিরে মহাযোগপীঠ আছে; সেই যোগপীঠের মধ্যে একটী রত্নসিংহাসন আছে; সেই রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজিত; সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের রাজোচিত সেবায় নিয়োজিত; এই রাজ-সেবার অধ্যক্ষই ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস।

কল্পদ্রুমে—কল্পবৃক্ষের নীচে। কল্পবৃক্ষ একটী অপ্রাকৃত বৃক্ষ; ইহার ফল, ফুল, শাখা, পত্র, কাণ্ডাদি সমস্তই অপ্রাকৃত মণিমাণিক্যতুল্য সমুজ্জ্বল ও অপ্রাকৃতগুণ-বিশিষ্ট; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার নিমিত্ত যখন যাহা দরকার, এই অপ্রাকৃত-কল্পবৃক্ষ তখন তাহাই দিতে পারে; ইহা একটী অতিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষ-বিশেষ। **সুবর্ণ-সদন**—সুবর্ণ (স্বর্ণ) নির্ম্মিত সদন (গৃহ); স্বর্ণ-মন্দির। **মহা যোগপীঠ**—সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থানকে যোগপীঠ বলে। ইহার আকৃতি সহস্রদল পদ্মের ন্যায়; মধ্যে কর্ণিকারস্থলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রত্নসিংহাসন; তাহার চতুর্দ্দিকে সেবা-পরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণ বিভিন্ন দলে উপায়ন-হস্তে পর্য্যায়ক্রমে দণ্ডায়মানা। এই যোগপীঠ অপ্রাকৃত মণিরত্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত। **তাতে বসিয়াছে**—সেই রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছেন। **ব্রজেন্দ্রনন্দন**—শ্রীকৃষ্ণ। **শ্রীগোবিন্দদেব নাম**—তাঁহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় ভৌমবৃন্দাবনের যে স্থানে যোগপীঠ প্রকটিত হইয়াছিল, সেই স্থানে কবিরাজ-গোস্বামীর সময়ে (বর্ত্তমান সময়েও) শ্রীকৃষ্ণের যে বিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব; ইনি শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। **রাজসেবা**—রাজোচিত সেবা; প্রচুর-পরিমাণ বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা সেবা। **সহস্র বদনে** ইত্যাদি—সেবার-উপকরণ, বৈচিত্র্য এবং পারিপাট্যাদির কথা সহস্র বদনেও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। **অধ্যক্ষ**—কর্ত্তা; সেবকদিগের পরিচালক। **সুশীল**—সচ্চরিত্র। **সহিষ্ণু**—ধৈর্য্যশীল। **বদান্য**—দাতা। **মধুর-বচন**—মিষ্টভাষী; যিনি মিষ্ট কথা বলেন। **মধুর-চেষ্টা**—যাঁহার চেষ্টা, কার্য্য-কলাপ সমস্তই মধুর। **কৌটিল্য**—কুটিলতা। **মাৎসর্য্য**—অন্যের মঙ্গলের প্রতি দ্বেষ; পরশ্রীকাতরতা। **কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ**—সুরম্যদেহ, সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত, রুচির, তেজস্বী, বলীয়ান্, কৈশোর-বয়োযুক্ত, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাবিৎ, সত্যবাক্, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক (অর্থাৎ শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত বাক্য-প্রয়োগে পটু), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান্ (লজ্জাশীল), শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক (অর্থাৎ লোকের অনুরাগ-ভাজন), সাধু-সমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বরীয়ান্ ও ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে এই পঞ্চাশটী প্রধান। ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১১॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মানসমলাপগমফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তো ভবতি, ততশ্চ তৎপ্রসাদে সতি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈগুণৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিতং বসন্তি গৃহাদ্যাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসংভবাৎ কুতো মহতাং গুণাঃ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ। স্বামী।৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই সব গুণ ইত্যাদি—পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসের দেহে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত পঞ্চাশটী গুণ বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ। প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ ॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ।১।১৪৩॥—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে "সত্যবাক্" হইতে আরম্ভ করিয়া "হ্রীমান্" পর্য্যন্ত যে কয়টী গুণের কথা বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্তেও সেই সকল গুণ আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপে দেখা যায়—সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষুঃ (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন), শুচি, বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ (সংস্বভাব-গুণে কোমল-চরিত্র), বিনয়ী এবং হ্রীমান্ (লজ্জাশীল)—শ্রীকৃষ্ণের এই উনত্রিশটী গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইতে পারে। এই উনত্রিশটী গুণের মধ্যেও আবার কোনটীই পূর্ণ মাত্রায় ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয় না; এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত; জীবের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিন্দু বিন্দু মাত্রই বিকশিত হয়—ইহাই শ্রীরূপ-গোস্বামীর অভিমত। "জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু-বিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রেব পুরুষোত্তমে॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১২॥"

এইরূপে ৫৩ পয়ারের **সেই সব গুণ** বলিতে "শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশটী গুণের মধ্যে যে সকল গুণ জীবে সঞ্চারিত হইতে পারে, সেই সকল গুণই" বুঝিতে হইবে—সেই সকল গুণই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসে বিরাজিত ছিল।

কৃষ্ণভক্তে যে কৃষ্ণগুণ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ভগবতি (ভগবানে) যস্য (যাঁহার) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (ভক্তি) অস্তি (আছে), তত্র (তাঁহাতে—সেই ব্যক্তির মধ্যে) সর্ব্বৈঃ (সমস্ত) গুণৈঃ (গুণের) [সহ] (সহিত) সুরাঃ (দেবগণ) সমাসতে (নিত্য বাস করেন)। মনোরথেন (মনোরথ দ্বারা—বৃথা বস্তুতে অভিলাষ দ্বারা) বহিঃ (বাহিরের) অসতি (অনিত্য-বিষয়-সুখের দিকে) ধাবতঃ (ধাবমান), হরৌ (হরিতে) অভক্তস্য (অভক্ত-ব্যক্তির) মহদ্গুণাঃ (মহদ্ গুণসমূহ) কুতঃ (কোথা হইতে আসিবে) ?

অনুবাদ। ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। আর যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাহার মহদ্গুণ সকল কোথায়? যেহেতু, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা মনোরথের দ্বারা অসৎপথে অনিত্য-বিষয়-সুখাদিতে—ধাবিত হয়।৫।

অকিঞ্চনা—নিষ্কামা; ফলাভিসন্ধানশূন্যা; যে ভক্তির অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসন্ধান—ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাসনা—নাই, তাহাকে অকিঞ্চনা ভক্তি বলে। **সর্ব্বৈগুণৈঃ**—জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি, কিম্বা সত্যবাক্যাদি সমস্ত গুণের সহিত। ভক্তির কৃপা যাঁহার প্রতি হয়, সমস্ত দেবগণ সমস্ত সদ্গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে বাস করেন; অর্থাৎ তিনি সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হয়েন। **সমাসতে**—সম্যক্ রূপে বাস করেন; নিত্য অবস্থান করেন। অর্থাৎ সদ্গুণাবলী কখনও ভক্তকে ত্যাগ করে না। কিন্তু যাঁহারা অভক্ত, যাঁহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদের

পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥ ৫৪
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ঞিঁহো পণ্ডিত হরিদাস। ৫৫
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তার পরমবিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫৬
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৫৭
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥ ৫৯
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬০
কাশীশ্বরগোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই ॥ ৬১
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬২
পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভগোসাঞি।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৩
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥ ৬৫
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন ॥ ৬৬
মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৬৭
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যে কোনও মহদ্গুণই স্থান পাইতে পারে না ; কারণ, একমাত্র ভক্তিরাণীর কৃপাতেই ঐ সমস্ত মহদ্গুণের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। অভক্তগণ ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত ; যেহেতু তাহারা **মনোরথেন**—মনোরূপ রথের দ্বারা, যদৃচ্ছাক্রমে দ্রুতগতিতে, **অসতি**—অসদ্ বিষয়ে ; অনিত্য-বিষয়-সুখের নিমিত্ত **বহিঃ**—বাহিরের দিকে, শ্রীভগবান্ হইতে বাহিরের দিকে **ধাবতঃ**—ধাবিত হয়। অনিত্য-বিষয়-সুখের লোভে ভগবান্ হইতে বাহিরের দিকে ধাবিত হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত ; কারণ, যাহাদের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে, তাহারা ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীহরিদাসের উপলক্ষে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার ক্ষীণ ছায়াও তাঁহার মধ্যে ছিলনা।

৫৪-৫৫। **পণ্ডিত গোসাঞি**—শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞি। **উদার**—প্রশস্ত-হৃদয়। **আর্য্য**—সরল।
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীল অনন্ত আচার্য্য ; শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস ছিলেন শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য।

৫৭। উত্তম বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোনও দোষ না থাকায় অপরের কোনও দোষই তাঁহাদের চক্ষে পড়ে না ; তাই পণ্ডিত হরিদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী ইত্যাদি।"

৫৮-৫৯। এই দুই পয়ার হইতে মনে হইতেছে—পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেছেন।

৬০। **তেঁহো**—সেই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস।

৬৫। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী।

৬৮। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণনের নিমিত্ত বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন, গ্রন্থ-প্রণয়নে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিতে। **মদনগোপালে**—

দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন ।
গোসাঞিদাস পূজারি করেন চরণসেবন ॥ ৬৯
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল ।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭০
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল ।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ ৭১
আজ্ঞা পাঞা মোর হইল আনন্দ ।
তাহাঁই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭২
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন ।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায় ।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন ।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৭৫
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৭৭
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস ।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৭৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের এই বল ।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত-সকল ॥ ৭৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থ-
করণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম
অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীশ্রীমদন-গোপালের মন্দিরে। শ্রীশ্রীমদন-গোপাল-বিগ্রহ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীমদনমোহনকেই এস্থলে মদনগোপাল বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

৬৯-৭২। মদনগোপালের মন্দিরে যাইয়া কবিরাজ-গোস্বামী যখন মদনগোপালকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন, তখনই শ্রীমদন-গোপালের কণ্ঠ হইতে একছড়া ফুলের মালা খসিয়া পড়িল; গোসাঞিদাস-নামক জনৈক পূজারি তখন সেবার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন—তিনি মদনগোপালের সেই প্রসাদী-মালাছড়া আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীর গলায় পরাইয়া দিলেন; এই প্রসাদী মালাকেই গ্রন্থ-প্রণয়ন-বিষয়ে মদনগোপালের আদেশ মনে করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সেইস্থানে তৎক্ষণাৎই গ্রন্থলিখন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

৭৩-৭৪। গ্রন্থপ্রণয়নে যে কবিরাজ-গোস্বামীর নিজের কোনও কৃতিত্বই নাই, তাঁহাকে নিমিত্তমাত্র করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালই যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন।

৭৫। অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান থাকিতে কবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা ভিক্ষা করিতে গেলেন কেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল রূপ-সনাতনাদি ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু; শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীকৃত রঘুনাথ ভট্টাষ্টক হইতে জানা যায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীমদন-গোপালের সেবা করিয়াছেন; তাহাতে মদনগোপাল হইলেন তাঁহার কুলাধিদেবতা; এজন্যই সর্ব্বাগ্রে তিনি মদনগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন।

৭৬-৭৭। কবিরাজ-গোস্বামী ধ্যানযোগে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস হইলেন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর; সুতরাং চৈতন্যলীলা-বর্ণনের সম্যক অধিকারই তাঁহার; তিনি কৃপা করিয়া আর যাঁহাকে বর্ণনের অধিকার দেন, তিনিও বর্ণন করিতে পারেন—এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও চিত্তেই এই লীলা স্ফুরিত হইতে পারে না। তাই কবিরাজ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশ গ্রহণ করিলেন।